প্রথম আলো

তারিখ .... পৃষ্ঠা ..১৬.. কলাম ..২....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মিছিল

খুলনায় অচলাবস্থা অব্যাহত শাবিতে রোববার ক্লাস শুরু

প্রথম আলো ডেস্ক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপদ আবাসন ও উপযুক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ছাত্রলীগ এবং আবাসিক হলগুলোতে তল্লাশি করে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও বহিরাগতদের বিতাড়নের দাবিতে ছাত্রদল গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল করেছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তিনটি সংগঠনের পৃথক ধর্মঘটে গত ছয় দিন ধরে বিরাজমান অচলাবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জানান, গতকাল ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কয়েক দফা মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত সমাবেশে সংগঠনের সভাপতি বাহাদুর বেপারী এক খোলা চিঠিতে রাষ্ট্রপতিকে জাতির অভিবাবক বর্ণনা করে অবিলম্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার যথোপযুক্ত নিরাপত্তা এবং আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

চিঠিতে বলা হয়, শেখ হাসিনার নিরাপদ আবাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কাউকেই ক্ষমা করবে না। সমাবেশে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনসহ কাজী এবাদত হোসেন, সুজিৎ রায় নন্দী, বলরাম পোদ্দার, আনিসুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য জরুরিভিত্তিতে হল তল্লাশি, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, বহিরাগত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ছাত্রদল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে।

ক্যাম্পাসে মিছিল শেষে দোয়েল চত্বর হয়ে মন্ত্রণালয় অভিমুখে যাওয়ার পথে হাইকোর্ট মোড়ে ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশ বাধা দেয়। হাইকোর্ট মোড়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন লাল্টু, সহসভাপতি মনজুর এলাহী, মনির হোসেন, রেহেনা

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

শাবিতে রোববার ক্লাস শুরু

শেষ পৃষ্ঠার পর

আক্তার রানু, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, আসাদুজ্জামান আসাদ প্রমুখ। সমাবেশ থেকে একটি প্রতিনিধিদল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট হলে হলে তল্লাশি, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। মিছিল শেষে কলাভবনের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা মাহমুদুর রহমান মামুন, জনার্দন দত্ত নান্টু, ওয়াহেদুজ্জামান নান্নু প্রমুখ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাস ও দখলদারিত্বের প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করে। সমাবেশে অবিলম্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। সমাবেশে সংগঠনের সভাপতি হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল, শরিফুজ্জামান শরিফ, মোঃ নুর আলম বক্তব্য রাখেন।

খুলনা অফিস জানায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার ছয় দিন অতিবাহিত হলেও সমস্যা সমাধানে এখনো কেউ এগিয়ে আসেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম নজরুল ইসলাম উদ্ভূত সংকট সমাধানের কোনো চেষ্টা না করে ঢাকায় অবস্থান করছেন। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কল্যাণ সমিতি তিন দফা দাবি, অফিসার কল্যাণ পরিষদ চার দফা দাবি এবং মাস্টার রোল কর্মচারী কল্যাণ সমিতি চার দফা দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে। গত বুধবার থেকে একে একে তিনটি সমিতি ধর্মঘট শুরু করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম অচল হয়ে পড়েছে।

তিনটি সমিতির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন, তারা তাদের দাবির ব্যাপারে উপাচার্যের প্রতি কয়েকবার বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েও কোনো সাড়া পাননি।

তারা আরো অভিযোগ করেন, সমিতিগুলোর দাবির ব্যাপারে উপাচার্য কোনো আন্তরিকতা দেখাননি। তিনি আলোচনায় বসলেই ধর্মঘটের মতো অবস্থা এড়িয়ে যাওয়া যেত।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থার ওপর ছাত্রছাত্রীরা কড়া নজর রাখছেন। গত সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় তারা এক সভায় মিলিত হন।

ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত আনিসের টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নিয়ে উত্তেজনা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণে অভিযুক্ত ছাত্র আনিসুর রহমানের টিউটোরিয়াল পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে গতকাল ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা দেয়। সকাল সোয়া ১১টায় আনিস তার ইংরেজি বিভাগের একটি কোর্সে টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় কিছু সময় লেখার পর ধর্ষক প্রতিরোধ ছাত্রঐক্যের প্রতিরোধের মুখে তার খাতা জমা নেওয়া হয়।

পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর ছাত্রঐক্য বড় একটি মিছিল নিয়ে কলাভবনে গিয়ে '৯৮ সালে ছাত্রী ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত আনিসের পরীক্ষা না নেওয়ার পক্ষে স্লোগান দেয়। অবস্থা জটিল হলে প্রক্টর ঘটনাস্থলে এসে কোর্স শিক্ষককে আনিসের খাতা জমা নিয়ে নিতে বলেন এবং তাঁকে ক্যাম্পাস থেকে দ্রুত চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর আন্দোলনকারী ছাত্ররা কিছুটা শান্ত হয়। তবে তারা সন্ধ্যায় ধর্ষণকারী সকল ছাত্রের ছাত্রত্ব এবং সার্টিফিকেট বাতিলের দাবিতে মশাল মিছিল করেছে।

আনিস প্রক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী ক্যাম্পাস না ছেড়ে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। পরে প্রতিবেদককে বলেন, 'ধর্ষণের অভিযোগ থেকে আমি মুক্ত, বিশ্ববিদ্যালয় যদি আমার পরীক্ষা না নেয় তাহলে আমি আদালতের আশ্রয় নেব।' অপরদিকে ছাত্রলীগ সভাপতি মেহেদী জামিল গতকাল এক বিবৃতিতে 'ক্যাম্পাস অশান্তকারী আনিসকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন।'

রোববার শাবির ক্লাস শুরু হবে

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পক্ষকাল ধর্মঘটের পর আগামী রোববার ক্লাস শুরু হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনার পর ছাত্রদল নেতারা তাদের ধর্মঘট কর্মসূচি প্রত্যাহারের আশ্বাস দেন। তবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে বলে ছাত্রদল জানিয়েছে।